স্কুল সুরক্ষা নীতি প্রকাশ করল শিশু আয়োগ

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা পুলিস আয়োজিত কিরণ ও সুকন্যা প্রকল্পের শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শশী পাঁজা, ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে, কলকাতা পুলিসের নগরপাল রাজীব কুমার প্রমুখ। নজরুল মঞ্চে, মঙ্গলবার।

স্কুলে পাঠানোর পর সন্তান আদৌ সুরক্ষিত রয়েছে কিনা এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক করে অধিকাংশ অভিভাবকের মনে। সম্প্রতি বিভিন্ন স্কুলে শিশুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ শোনা গেছে। স্কুলে পড়ুয়ারা কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে, প্রতিরোধমূলক কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, কোনও ঘটনা ঘটলে তারপর কোন কোন পর্যায়ে অতিক্রম করা উচিত, স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কী ভূমিকা হওয়া দরকার, এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে একটি 'সেফ স্কুল পলিসি' প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ। মঙ্গলবার আয়োগের অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা জানিয়েছেন, 'স্কুলে শিশুরা যাতে নিরাপদে থাকে তার জন্য শিশু সুরক্ষা কমিশন কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়েছে। এখন স্কুলে একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে দেখা যায় শিশুদের। স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা-অভিভাবকদের কী করণীয়, তা নিয়ে একটি পলিসি তৈরি করে স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে জানিয়ে সুপারিশ করেছে।' স্কুল সুরক্ষা নীতি বা সেফ স্কুল পলিসি কতটা কার্যকরী হবে, কোন বিষয়গুলো চালু করলে ভাল হয় তা নিয়ে স্কুল শিক্ষা দপ্তর আলোচনা করবে। শিশু সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'স্কুলের কাছে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের অনেক প্রত্যাশা থাকে। কোথাও কখনও কখনও ভুল বোঝাবুঝি হয়। ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অভিভাবকরা। শিশুদের অনুভূতি-সহ সব দিক খতিয়ে আমরা স্কুল সুরক্ষা নীতি তৈরি করেছি।' এটি তৈরি করতে আয়োগকে সহযোগিতা করেছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এদিন স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটি সমীক্ষা রিপোর্টও প্রকাশিত হয়। এদিন ছিলেন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা কৌশিক হালদার, সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান অভীক মজুমদার, মাদ্রাসা শিক্ষার অধিকর্তা শেখ আবিদ হোসেন প্রমুখ। এদিন নজরুল মঞ্চে কলকাতা পুলিস আয়োজিত কিরণ ও সুকন্যা প্রকল্পের শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে, কলকাতা পুলিসের নগরপাল রাজীব কুমার প্রমুখ।